● আগড়ম বাগড়ম = অর্থহীন কথা।  
● সাতেও না পাঁচেও না = স্বতন্তর (অর্থে)।  
● ফেকুল পার্টি = কদরহীন লোক।  
● খোদার হাঁসি = ভাবনা চিন্তাহীন।  
● কথায় চিড়া ভেজা = ফাঁকা আওয়াজে কাজ আদায়।  
● বক দেখানো = বিদ্রোপ করা।  
● শিরে সংক্রান্তি = আসন্ন বিপদ।  
● হাত-ভারী = কৃপন।  
● আকাশ কুসুম = অলিক কল্পনা।  
● নাটের গুরু = মূলনায়ক।  
● কান কাটা = বেহায়া।  
● বর্ণচোরা = কপটচারী।  
● অন্ধকার দেখা = হতবুদ্ধি।  
● তাসের ঘর = ক্ষণস্থায়ী।  
● কংস মামা = নির্দয় আত্মীয়।  
● খাস তালুকের প্রজা = নিঃস্ব ব্যক্তি।  
● চক্ষুদান করা = চুরি করা।  
● কানভারী করা = কুপরামর্শ দেয়া।  
● আঠারো মাসে বছর = কুঁড়ে স্বভাব।  
● একাদশে বৃহস্পতি = সৌভাগ্যের বিষয়।  
● উনপাঁজুরে = হতভাগ্য।  
● সুখের পায়রা = সবসময়ে বন্ধু।  
● মুখচোরা = লাজুক।  
● অগন্ত্র্য যাত্রা = শেষ বিদায়।  
● যার কোন মূল্য নেই (সমার্থক) = ঢাকের বায়া।  
● বিষ নেই তার কুলোপনা চক্কর = অক্ষম ব্যক্তির বৃথা আস্ফালন।  
● গড্ডলিকা প্রবাহ = অন্ধঅনুকরণ।  
● পাথরে পাঁচ কিল = সুখের সময়।  
● কাষ্ঠ হাসি = শুকনো হাসি।  
● গৌরচন্দ্রিকা = ভনিতা।  
● আট কপালে = হতভাগ্য।  
● আক্কেল সেলামি = বোকামির দন্ড।  
● আমড়া কাঠের ঢেঁকি = অকেজো।  
● ইঁদুর কপালে = মন্দভাগ্য।  
● উত্তম মধ্যম = মারা/প্রহার করা।  
● কূল কাঠের আগুন = তীব্র জ্বালা।  
● কূপমণ্ডূপ = সীমিত জ্ঞানের মানুষ।  
● কাক নিদ্রা = অগভীর সতর্ক নিদ্রা।  
● কাঠালের আমসত্ত্ব = অসম্ভব ব্যাপার।  
● গুড়ে বালি = আশায় নৈরাশ্য।  
● গোঁফ খেজুরে = নিতান্ত অলস।  
● "ঘাঘু" শব্দে বুঝায় = অভিজ্ঞ।  
● চাঁদের হাট = প্রিয়জনের সমাগম।  
● ঝাঁকের কই = একই দলের লোক।  
● ঠোট কাটা = স্পষ্টভাষী।  
● ডুমুরের ফুল = বিরল বস্তু।  
● ঢাকের কাঠি = তোষামুদে।  
● তাসের ঘর = ক্ষণস্থায়ী।  
● "দস্ত-ব-দস্ত" = হাতে হাতে।  
● দুধের মাছি = সুসময়ের বন্ধু।  
● ধরি মাছ না ছুঁই পানি = কৌশলে কার্যোদ্ধার।  
● নিরানব্বইয়ের ধাক্কা = সঞ্চয়ের প্রবৃদ্ধি।  
● পটল তোলা = মরে যাওয়া।  
● ব্যাঙের সর্দি = অসম্ভব ঘটনা।  
● সমার্থক যুগ্ম শব্দ বক ধার্মিক = বিড়াল তপস্বী।  
● শুকনি মামা = কুচক্রী লোক।  
● শাখের করাত = উভয়সংকট।  
● সাক্ষী গোপাল = নিষ্ক্রিয় দর্শক।  
● রাবনের চিতা = চির অশান্তি